আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ

মোলোদায়া

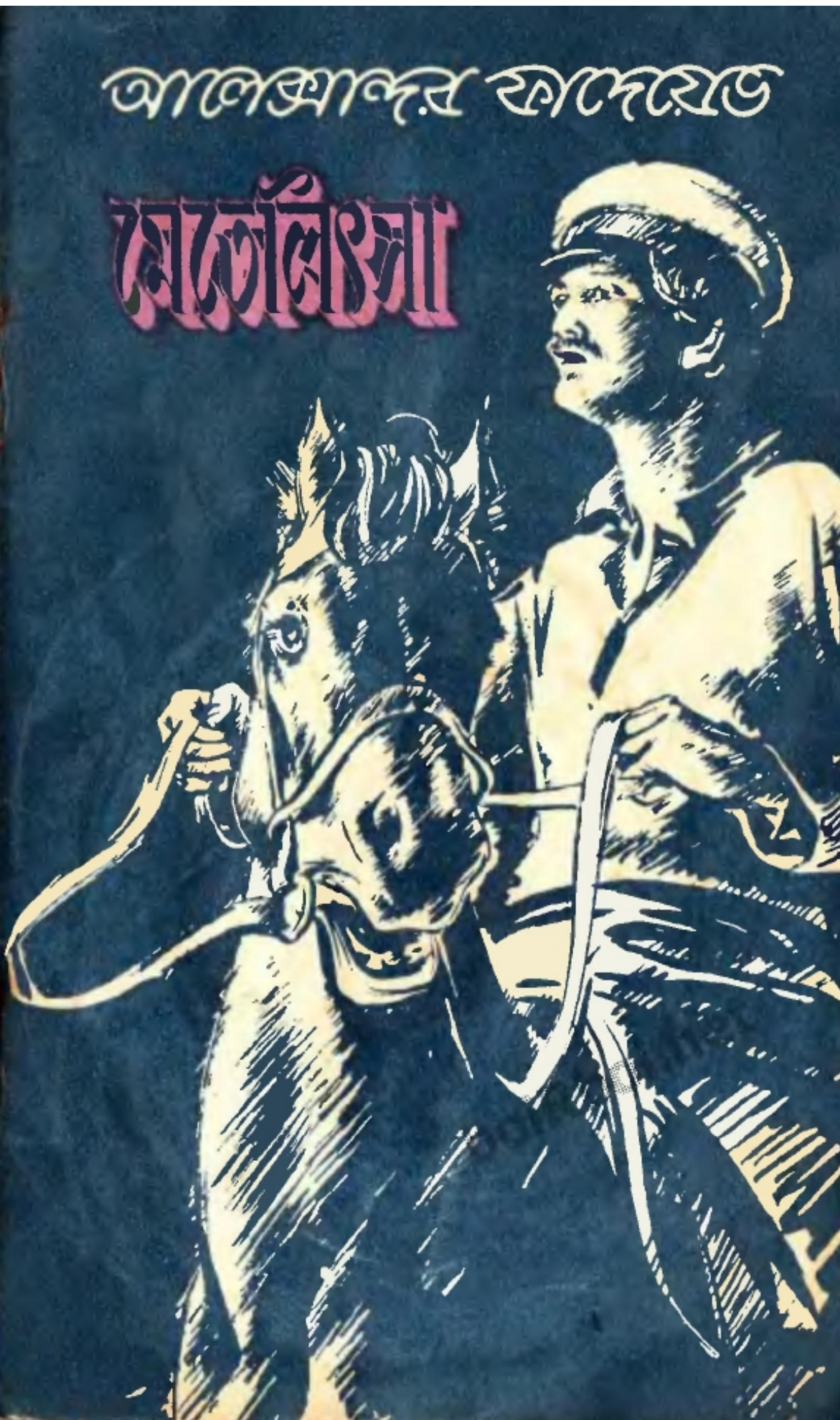

স্বনামধন্য সোভিয়েত লেখক আলেক্সান্দর ফাদেয়েভের (১৯০১-১৯৫৬) এই আখ্যানটি দূর প্রাচ্যে ১৯১৯ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্তে গৃহযুদ্ধ ও পার্টিজান সংগ্রাম নিয়ে। লেখক নিজেই ছিলেন তার অংশী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ

লেলিসা

BanglaBook.org

"রাদুগা" প্রকাশন
মস্কো

2—388

www.BanglaBook.org

অনুবাদ: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

স্কুলের মাঝারি বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

А. Фадеев
«МЕТЕЛИЦА»
(Рассказ)
На языке бенгали

A. Fadeev
METELITSA GOES ON RECONNAISSANCE
(A Story)
In Bengali

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন মস্কো · ১৯৮৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Ф $\frac{4803010102—119}{031(05)—85}$ 009—84

ISBN 5-05-000116-1

www.BanglaBook.org

আগস্ট মাসের শুরুতে এক গভীর বর্ষারাতে এক রিলে অশ্বারোহী বার্তাবহ লেভিন্সনের সৈন্যবাহিনীতে এল পার্টিজান সৈন্যদলের প্রধান অধিনায়ক সুখোভেই-কভ্‌তুনের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে। বৃদ্ধ সুখোভেই লিখেছিল যে জাপানীরা পার্টিজানদের প্রধান প্রধান ফৌজের ওপর আক্রমণ করেছে, ইজ্‌ভেস্তকা'র কাছে মারাত্মক লড়াই হয়ে গেছে এবং সে নিজে ন'টা গুলি খেয়ে শিকারীদের শীতকালের এক ডেরায় লুকিয়ে আছে।

লেভিন্সন খবরটা পেল রাত সাড়ে বারোটায়। আধঘণ্টার মধ্যে রাখাল মেতেলিৎসার অশ্বারোহী প্লেটুন পথে পথে ছড়িয়ে পড়ল, বয়ে নিয়ে চলল বিপদ বার্তা।

অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ায় লেভিন্সন আর সব বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় হারিয়ে ফেলল। সে তার পার্টিজানদের পরিচালনা করে নিয়ে চলল তায়গার পায়ে-চলা-পথ ধরে, যেখানে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল কোনো মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি।

www.BanglaBook.org

পুরো উলাখিন উপত্যকাটা জাপানী আর কল্‌চাকদের* দখলে। শত্রুপক্ষের গুপ্ত সন্ধানীদল সর্বত্র তন্নতন্ন করে তালাস চালাচ্ছে, বেশ কয়েকবার আচমকা লেভিন্সনের স্কাউটদের ওপরও এসে পড়ে।

খুব ভোরবেলায় লেভিন্সন পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, কিন্তু দু'ঘণ্টা লড়াই চলার পর শেষ পর্যন্ত তিরিশজন লোক হারিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে সে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল। কল্‌চাক অশ্বারোহীদল তার পেছনে লেগে রইল।

'এই এলাকা আঁকড়ে পড়ে থাকার আর কোনো অর্থ হয় না,' মুখ কালো করে বলল লেভিন্সন। 'একমাত্র পথ — উত্তরের দিকে যাওয়া।' সে তার ফিলড্‌ ব্যাগের মুখ খুলে ম্যাপ বার করে বলল, 'এই যে... এখানে যে পাহাড়ের শ্রেণী আছে, তার ওপর দিয়ে পার হওয়া যেতে পারে। দূর পড়বে অবশ্য, কিন্তু কী আর করা যাবে?'

লেভিন্সন ঠিক করল রাতটা তায়গায়ই কাটাবে। তার আশা ছিল স্কাউট দিয়ে পথের অবস্থাটা জেনে নিয়ে 'তুদো-ভাকি' উপত্যকায় গিয়ে পড়তে পারবে। ঘোড়া আর খাদ্যশস্য ওখানে প্রচুর।

'পর্যবেক্ষণের কাজে যাবে মেতেলিৎসা, রাত আমরা কাটাব এখানে,' লেভিন্সন তার সহকারী বাক্লানভকে এই কথা বলে নির্দেশ জারী করল।

'থামো!' সামনে থেকে হাঁক শোনা গেল।

উচ্চ নিনাদ রিলে করে পাঠানো হচ্ছিল, ফলে সামনের

---

* শ্বেত বাহিনীর ইউনিট।

www.BanglaBook.org

দলগুলো যতক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিছনেরগুলো তখনও ঠেলে এগিয়ে আসছে।

'মেতেলিৎসাকে ডাকছে! মেতেলিৎসাকে!' আবার দ্রুত বার্তা এলো রিলের শৃঙ্খল বয়ে।

কয়েক মুহূর্ত বাদে বাজপাখির মতো মাথাটা নামিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল মেতেলিৎসা। রাখালছেলের উপযুক্ত একরোখা ভঙ্গিতে যেভাবে ও ঘোড়ার ওপর চড়ে বসেছে গোটা বাহিনী সে-দৃশ্য দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল, সকলের দৃষ্টিতে তখন ফুটে উঠেছে গর্ব।

মেতেলিৎসাকে লেভিন্সন যখন পর্যবেক্ষণের কাজে পাঠিয়েছিল তাকে সে বলে দিয়েছিল যেমন করেই হোক সেই রাত্রেই যেন সে ফিরে আসে। কিন্তু যে গ্রামে প্লেটুন কম্যাণ্ডারকে পাঠানো হয়েছিল সে গ্রামটা লেভিন্সন যা অনুমান করেছিল তার চেয়ে আসলে অনেক দূরে। মেতেলিৎসা বাহিনী ত্যাগ করে প্রায় বিকেল চারটের সময়, ঘোড়া ছোটায় পুরা দমে, শিকারী পাখির মতো সে ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার ওপর, তার চোখা নাকটা নিষ্ঠুর আনন্দে স্ফীত, পাঁচ দিনের মন্থর ও একঘেয়ে যাত্রার পর এই উন্মত্ত ধাবনে সে যেন সত্যিই মাতাল হয়ে ওঠে। কিন্তু গোধূলি হয়ে গেল, ঘাসের মর্মরে দিনান্তের ঠাণ্ডা বিষণ্ণ আলোয় তখনো হৈমন্তী তায়গার শেষ দেখা গেল না। তায়গা থেকে শেষ পর্যন্ত যখন সে বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। একটা জীর্ণ কুটিরের পাশে তার ঘোড়াটাকে সে থামাল। কুটিরের ছাতটা পড়ে গেছে এবং স্পষ্টত বহু বছর ধরে সেটা পড়ে রয়েছে শূন্য অবস্থায়।

www.BanglaBook.org

ঘোড়াটাকে বেঁধে নড়বড়ে খুঁটিগুলো ধরে সে কুটির-টার একটা কোণে চড়ল। আর একটু এলেই ছাতের বদলে যে অন্ধকার ফাঁকা গর্তটা ছিল তার মধ্যে সে পড়ত। সেখান থেকে কাদা-মাখা কাঠ আর পচা ঘাসের নাক্কারজনক গন্ধ আসছিল ভেসে। সাবধানে সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইল আধা বসা হয়ে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাত্রির দিকে, শুনতে লাগল শব্দগুলো। প্রায় দশ মিনিট এইভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল, পিছনকার অরণ্যের কালো পটে মিশে গেল তার মূর্তিটা। ফলে আরো বেশি করে তাকে দেখাল শিকারী পাখির মতো। তার সামনে পড়ে রয়েছে এক গম্ভীর উপত্যকা। তার উপর খচিত রয়েছে কালো কালো কুঞ্জবন আর খড়ের গাদা। দু'পাশে দু'সারি পাহাড় তারাখচিত নিষ্করুণ আকাশের পটে ভয়ানক কালো হয়ে উঠেছে।

মেতৌলিৎসা জিনের উপর লাফিয়ে নেমে ঘোড়া ছোটাল পথ ধরে। পথের অব্যবহৃত, অন্ধকার চাকার দাগগুলোকে দীর্ঘ ঘাসের মধ্যে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। নিভিয়ে-দেওয়া মোমবাতির মতো অস্পষ্ট ধবধব করছে বার্চ গাছের শাদা শাদা সরু সরু গুঁড়ি।

ঘোড়া ছুটিয়ে সে একটা ছোটো টিলার উপর উঠল। তার বাঁ দিকে প্রসারিত পাহাড়ের কালো সারি। একটা বিরাট বিকটাকার জন্তুর পিঠের মতো সেটা বাঁকা। কোথায় একটা নদী কুলকুল শব্দ করছে। প্রায় দু'ভার্স্ট দূরে, সম্ভবত তার তীরে একটা আগুন জ্বলছে। তা দেখে মেতৌলিৎসার মনে পড়ে গেল তার নিঃসঙ্গ রাখালিয়া জীবনের কথা। আরো দূরে, রাস্তার আড়াআড়ি একটা

www.BanglaBook.org

গ্রামের স্থির হলদে আলোগুলো জ্বলছে। ডান দিকের পাহাড়ের সারি দূরে চলে গিয়ে নীলাভ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সেই দিকে খাড়া নেমে গেছে জমিটি। সম্ভবত সেটা একটা নদীর পুরনো খাত। তার বরাবর কালো হয়ে আছে গহন বন।

'ওখানে ওটা নিশ্চয়ই জলাজমি,' ভাবল মেতেলিৎসা। শীত করছিল তার: গায়ের সামরিক জামাটার বোতাম নেই, গলার কাছটা খোলা। তার উপর সে পরেছিল সৈনিকদের একটা জ্যাকেট, সেটাও খোলা। সে স্থির করল প্রথমে আগুনটার দিকে যাবে। সে তার রিভলবারটাকে খাপের ভিতর থেকে খুলে জ্যাকেটের নীচেকার কোমরবন্ধের সঙ্গে আটকাল, জিনের পিছনকার একটা গাঁটরির তলায় সে লুকল খাপটা। সঙ্গে তার কোনো রাইফেল ছিল না। তবে তাকে দেখাচ্ছিল খেত থেকে ফেরা চাষীর মতো: জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধের পর অনেক চাষীই সৈনিকদের জ্যাকেট পরত।

আগুনটার খুব কাছে সে এসে পড়েছে এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঘোড়ার অশান্ত হ্রেষাধ্বনি রাত্রিকে যেন চিরে দিল। মেতেলিৎসার ঘোড়াটা সামনে লাফিয়ে গেল, প্রকাণ্ড দেহটা কাঁপিয়ে, কান খাড়া করে ডেকে উঠল করুণ সুরে। সেই মুহূর্তে আগুনের শিখার সামনে দিয়ে অকস্মাৎ একটা ছায়া ছুটে গেল। সজোরে চাবুক কষাল মেতেলিৎসা। পিছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ঘোড়াটা।

আগুনের পাশে ভয়বিহ্বল চোখে কালো চুলওলা একটা রোগা ছেলে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে একটা চাবুক,

www.BanglaBook.org

এবং যেন আত্মরক্ষার জন্য অন্য হাতটা তোলা। সেখান থেকে তার জামার আস্তিনটা ঝলঝল করছিল। তার পায়ে গাছের ছালের জুতো, পরনে শতচ্ছিন্ন প্যান্ট আর একটা লম্বা জ্যাকেট গায়ে জড়ান। একটা পাটের দড়ি দিয়ে সেটার কোমরের কাছটা বাঁধা। মেতেলিৎসা ছেলেটার একেবারে নাকের সামনে তার ঘোড়াটাকে নিষ্ঠুরভাবে থামাল। আর একটু হলেই চাপা দিত তাকে। ভেবেছিল কড়া মেজাজে কর্কশ কিছু একটা ধমক দেবে, এমন সময় অকস্মাৎ তার চোখে পড়ল ঝলঝলে কম্পিত আস্তিনের উপরকার আতঙ্কিত চোখদুটি, সেই প্যান্টটা, যার ভিতর দিয়ে ছেলেটার আবরণহীন হাঁটুগুলোকে যাচ্ছিল দেখা, আর তার ময়লা জ্যাকেটটা নিশ্চয়ই মনিবের কাছ থেকে পাওয়া, যার ভিতর থেকে একটা রোগা ছেলেমানুষ গলা অপরাধীর মতো বেরিয়ে আছে করুণভাবে...

'দাঁড়িয়ে আছিস যে?.. ভয় পেয়েছিস? চড়ুই কোথাকার, আচ্ছা বোকা বটে বাপু!' থতমত খেয়ে মেতেলিৎসা অজান্তেই যে সোহাগী ধমক দিতে লাগল সেটা সে দিত কেবল ঘোড়াকেই, মানুষকে কখনো নয়। 'দাঁড়িয়ে আছে, হাঁদা কোথাকার!.. আর যদি চাপা দিতাম?.. বোকা বটে!' কথাগুলো আবার সে বলল একেবারে নরম হয়ে, ছেলেটা আর তার দুর্দশাকে দেখে সে টের পাচ্ছিল তার ভিতরেও ওই রকমই করুণ, হাস্যকর আর শিশুসুলভ কী যেন একটা জেগে উঠছে... সামলে উঠেই ছেলেটি তার হাতটা নামাল।

'তুমিই বা কেন ঝাঁপিয়ে এলে বাজপাখির মতো? বড়দের মতো যুক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে সে বলতে চেষ্টা

www.BanglaBook.org

করল, যদিও তখনো তার ভয় যায় নি। 'ভয় পায় না আবার, ঘোড়ার পাল চরাচ্ছি যে...'

'ঘোড়া?' টেনে টেনে বিদ্রূপভরে বলল মেতেলিৎসা। 'তাই নাকি?' সে তার কোমরে হাত রেখে ছেলেটার দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে, তার মসৃণ চঞ্চল ভ্রূজোড়াকে কুঁচকে পিছনে হেলে পড়ল, তারপর হঠাৎ এমন প্রাণ খোলা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল যে সে তার নিজের হাসির শব্দে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

ছেলেটা ভীরুর মতো নাক টানতে লাগল, তখনো তার সন্দেহ যায় নি। তারপর যখন সে বুঝতে পারল যে ভয় পাবার কিছু নেই, বরং সব ব্যাপারটাই দারুণ মজাদার হয়ে উঠেছে, তখন সে মুখটা কুঁচকিয়ে নাকটা তুলে দুষ্টুমির খিলখিল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যুত্তরে মেতেলিৎসা আরো জোরে উঠল হেসে এবং কয়েক মিনিট ধরে চলল তাদের পরস্পর হাসাহাসি। মেতেলিৎসা জিনের উপর দুলে দুলে ওঠে, আগুনের আভায় ঝলক দেয় তার দাঁত, আর ছেলেটা চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে, দুই হাতের উপর ভর দিয়ে হাসির প্রতিটি নতুন দমকে শূন্যে পা ছোঁড়ে।

'হাসালি বটে!' জিনের রেকাব থেকে একটা পা খুলে অবশেষে বলল মেতেলিৎসা। 'মজার ছেলে সত্যি!..' সে লাফিয়ে মাটিতে নেমে তার হাতটা আগুনের দিকে বাড়াল।

ছেলেটা হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে আনন্দিত বিস্ময়ে তাকাল তার দিকে, যেন আশা করছিল আরো অবিশ্বাস্য তামাসা কিছু ঘটবে।

www.BanglaBook.org

'ফুর্তিবাজ শয়তান বটো বাপু!' অবশেষে বলল সে থেমে থেমে, সুর করে, যেন চরম রায় দিচ্ছে।

'আমি?' মেতেলিৎসা হাসল। 'তা ভায়া, ফুর্তিবাজ লোক আমি।'

'আর আমি এমন ভড়কে গিয়েছিলাম,' ছেলেটি স্বীকার করল। 'ঘোড়ার পালটা রয়েছে। আমি বসে বসে আলু পোড়াচ্ছি...'

'আলু? চমৎকার!..' মেতেলিৎসা তখনো লাগামটা না ছেড়েই তার পাশে বসে পড়ল। 'পেলি কোথা থেকে তোর ওই আলু?'

'কোথা থেকে?.. কেন, এখানে তো গাদা গাদা রয়েছে!' ছেলেটা তার চারিপাশে হাত নেড়ে দেখাল।

'তার মানে চুরি করিস?'

'নিশ্চয়ই... দাও, তোমার ঘোড়াটাকে আমি ধরছি... মন্দা-ঘোড়া?.. ভয় পেও না, আমার কাছ থেকে পালাবে না... খাসা ঘোড়া,' ঘোড়ার সুগঠিত, পেশীবহুল, ছিপছিপে শরীরটার দিকে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ছেলেটি। 'কোথা থেকে তুমি আসছ?'

'তা মন্দ নয় ঘোড়াটা,' সায় দিলে মেতেলিৎসা। 'আর তুই আসছিস কোথা থেকে?'

'ওইখান থেকে,' ছেলেটি গ্রামের আলোগুলোর দিকে মাথা নাড়াল। 'খানিখেজা গ্রাম... একুনে একশ' কুড়ি ঘর লোক,' স্পষ্টতই পরের মুখে শোনা একটা বুলি সে আওড়ে থুতু ফেলল।

'বটে... আর আমি আসছি ভরবিওভ্‌কা থেকে, সেটা পাহাড়ের ওপাশে। নাম শুনেছিস?'

www.BanglaBook.org

'ভরবিওভ্‌কা? না তো, শুনি নি, অনেক দূরে নিশ্চয়?...'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে।'

'তা এখানে এসেছ কী কাজে?'

'মানে ইয়ে আর কী... সে এক লম্বা গল্প, ভায়া... আমি ভাবছিলাম এখানে ঘোড়া কিনব। লোকে বলে এখানে তোমাদের ঘোড়া আছে প্রচুর... আমি ভায়া, ঘোড়া ভালোবাসি,' সেয়ানার মতো বলল মেতেলিৎসা। 'সারা জীবন ঘোড়া চরিয়েছি তবে নিজের নয়, পরের।'

'আর তুমি ভাবছ এ সব ঘোড়া আমার? সব মনিবের...'

ছেলেটি আস্তিনের ভিতর থেকে একটা রোগা ময়লা হাত বার করে তার চাবুকের হাতল দিয়ে নিপুণভাবে ছাই খোঁচাতে লাগল। ছাইয়ের ভিতর থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল কালো কালো আলুগুলো।

'তোমার হয়ত খিদে পেয়েছে, না?' সে প্রশ্ন করল। 'আমার কিছু রুটিও আছে, তবে অল্প...'

'ধন্যবাদ, এই খানিক আগেই গণ্ডে পিণ্ডে খেয়েছি,' একটা হাত তার গলার কাছে তুলে আকণ্ঠ ভোজনের ভঙ্গি করল মেতেলিৎসা। এখনই শুধু সে টের পেল তার কী প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

ছেলেটি একটি আলু ভেঙে, তাতে ফুঁ দিয়ে, আধখানা মুখের মধ্যে ভরে, জিভ দিয়ে সেটাকে নাড়াচাড়া করে চিবতে লাগল মহানন্দে। তার ছুঁচল কানদুটো নড়তে লাগল। সেটাকে গিলে মেতেলিৎসার দিকে সে তাকাল এবং যেরকম বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে সে ফুর্তিবাজ শয়তান বলে সাব্যস্ত করেছিল, সেই সুরেই সে বলল:

www.BanglaBook.org

'আমি অনাথ। ছ'মাস ধরে অনাথ। কসাকরা বাবাকে মেরে ফেলে, মা'র ওপর বলাৎকার করে, মাকেও মেরে ফেলে। ভাইকেও মারে...'

'কসাকরা?' সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল মেতেলিৎসা।

'হ্যাঁ। তবে মারলে খামোকা। আর তারা গোটা বাড়ি পুড়িয়ে দেয় — শুধু আমাদের নয়, বারটা বাড়ি, কম নয়। ফি মাসেই এসে হানা দিচ্ছে, এখনো রয়েছে জন চল্লিশেক লোক। আমাদের পরেই বড় গ্রাম রাকিৎনোয়ে — সারা গ্রীষ্মকাল ধরেই সেখানে মোতায়েন আছে পুরো একটা সৈন্যদল। কী জুলুমই না করছে! এই যে, কয়েকটা আলু নাও...'

'সে কী, পালালি না কেন তোরা?.. কেমন বন এখানে তোদের!' মেতেলিৎসা এমনকি খানিকটা উঁচু হয়েই উঠল।

'তাতে কী? বনে তো সারা জীবন বসে থাকা যায় না। তাতে আবার জলাও আছে, বড়ো বড়ো, পেরনো যাবে না...'

'যা ভেবেছিলাম,' মেতেলিৎসা মনে মনে বলল।

'শোন বলি!' দাঁড়িয়ে উঠে সে বলল। 'তুই আমার ঘোড়াটাকে খানিক আগলা, আমি হেঁটে গ্রামে চললাম। বুঝতে পারছি, তোদের এখানে কিনব কী, যথাসর্বস্বই বরং খুইয়ে বসব...'

'সে কী, অত তাড়াতাড়ি? বসো না!..' হতাশ স্বরে বলল রাখাল ছেলেটি, সেও দাঁড়িয়ে উঠল। 'একা একা ভারি একঘেয়ে লাগে,' সে বুঝিয়ে বলল দুঃখিত স্বরে। বড় বড় করুণ সজল চোখে মেতেলিৎসার দিকে সে তাকাল।

'উপায় নেই, ভায়া,' নিরুপায়ের মতো হাত নাড়াল

www.BanglaBook.org

মেতেলিৎসা। 'অন্ধকার থাকতে থাকতেই নাক গলানো ভালো... তাড়াতাড়িই কিন্তু ফিরব। ঘোড়াটার পায়ে ফাঁস দিয়ে রাখব... ওদের বড়ো কর্তাটি থাকে কোথায়?'

যেখানে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার থাকে সে বাড়িটা কী করে খুঁজে বার করতে হবে তা বিশদ করে বুঝিয়ে দিল ছেলেটি, বলল পিছনের বাগান দিয়ে গেলেই ভালো হয়।

'কুকুর কী রকম আছে?'

'মেলাই আছে, তবে কামড়াবে না।'

মেতেলিৎসা ঘোড়াটার পা বেঁধে, বিদায় নিয়ে নদীর তীর বরাবর হাঁটা পথ ধরে এগুল। অন্ধকারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছেলেটি বিষণ্ণ চোখে অনুসরণ করল তাকে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেতেলিৎসা গ্রামের কাছে পেঁছল। পথটা ডান দিকে ঘুরে গেছে। সে কিন্তু রাখাল ছেলেটির কথা অনুসরণ করে বিচালি-কাটা মাঠের উপর দিয়ে সোজা গেল চাষীদের সবজি বাগানের বেড়ার কাছ পর্যন্ত। তারপর সে চলল পেছন দিক ধরে। গ্রামটি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও আর এখন আলো নেই। শান্ত, শূন্য ফল-বাগানের মধ্যে তারার আলোয় ছোটো ছোটো কুটিরের পুরু খড়ের চালগুলো আবছা দেখা যাচ্ছে। সবজি বাগানের উপর সদ্য কোপানো ভিজে জমির গন্ধ উঠছে।

মেতেলিৎসা দুটো গলি পেরিয়ে তৃতীয়টায় প্রবেশ করল। কুকুরগুলো তাকে অভ্যর্থনা জানাল ভাঙা ভাঙা অনিশ্চিত গলায় যেন নিজেরাই তারা ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু রাস্তায় কেউ বেরিয়ে এল না, কেউ হাঁক দিল না। বোঝা গেল সব ব্যাপারেই গ্রামটি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, বিজাতীয় অপরিচিত লোকে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যা খুশি

www.BanglaBook.org

করলেও তাদের কিছু মনে হয় না। এমনকি ফিসফিস করে কথা বলা কোনো প্রেমিক যুগলেরও দেখা সে পেল না, শরৎকালে যেটা খুবই স্বাভাবিক, বছরের এ সময়টায় গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়ে সাদির ধুম পড়ে যায়। কিন্তু ছিটে বেড়ার ঘন ছায়ায় সে শরতে প্রেমের কথার কানাকানি ছিল না।

রাখাল ছেলেটি তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিল তা অনুসরণ করে সে গ্রাম্য গির্জা প্রদক্ষিণ করে আরো কয়েকটি গলি পেরিয়ে গেল; অবশেষে সে পাদ্রীর বাগানের রঙ-করা বেড়ার কাছে পেঁছিল। এই পাদ্রীর বাড়িতেই স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার থাকত। মেতেলিৎসা ভেতরে উঁকি দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে কান পেতে শুনল। সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে সে নিঃশব্দে বেড়াটা টপকাল।

গাছ আর ঝোপে ফলের বাগানটা ঠাসা, যদিও ইতিমধ্যে পাতাগুলো ঝরে গেছে। তার বুকের ঘনঘন ওঠা-পড়াকে শান্ত করতে চেষ্টা করে, প্রায় দম বন্ধ করে মেতেলিৎসা ফল বাগানের ভিতরে প্রবেশ করল। যেখানে দুটি পথ পরস্পরকে কেটে চলে গেছে, ঝোপগুলো শেষ হয়েছে, তার বাঁ দিকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সে একটা আলোকিত জানালা দেখতে পেল। জানালাটা খোলা। ভিতরে কয়েকজন লোক বসে। বাইরে ঝরা পাতার উপর একটা মৃদু নিষ্কম্প আলো এসে পড়েছে, আপেল গাছগুলোর ধারে ধারে আলো পড়ে দেখাচ্ছে কেমন অদ্ভুত সোনালী...

'এইখানে!' মেতেলিৎসা ভাবল। তার একটা গাল উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মরিয়া দুঃসাহসের দুর্নিবার শিহরণে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে, যা তাকে সাধারণত

www.BanglaBook.org

ঠেলে নিয়ে যেত অতি হঠকারী সব বীরত্বে। আলোকিত ঘরের এই লোকগুলির কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনায় কেউ লাভবান হবে কিনা সে বিষয়ে তখনো সন্দেহ থাকলেও সে ইতিমধ্যেই টের পাচ্ছিল যে ওটা না করা পর্যন্ত সে জায়গাটা ছেড়ে যাবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে একেবারে জানালার কাছে আপেল গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে শুনতে লাগল, মনে করে রাখতে চেষ্টা করল।

ঘরে তারা ছিল চারজন। ভেতর দিকে এক টেবিলে বসে তাস খেলছিল। মেতেলিৎসার ডান দিকে বসেছিল ছোটোখাটো চেহারার এক বুড়ো পাদ্রী। তার পাতলা মসৃণ চুলগুলো তৈলাক্ত, চোখগুলো ধূর্ত। টেবিলের উপর তার ছোটো ছোটো রোগা হাতগুলো নিপুণভাবে নড়াচড়া করছে। পুতুলের মতো আঙুল দিয়ে সে নিঃশব্দে তাস ভাঁজছে। তাস দেবার সময় মনে হচ্ছিল প্রত্যেকটি তাসের তলাটা যেন সে উঁকি মেরে দেখছে, ফলে পাশের লোকটি, মেতেলিৎসার দিকে পিছন ফিরে যে বসেছিল, প্রত্যেকটা তাস পাবার পর সেটার দিকে দ্রুত ভীরু চোখে এক ঝলক তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলছিল টেবিলের তলায়। মেতেলিৎসার দিকে মুখ করে বসেছিল এক সুদর্শন হৃষ্টপুষ্ট, অলসদেহ অফিসার — স্পষ্টতই ভালোমানুষ গোছের। একটা পাইপ সে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল। লোকটা হৃষ্টপুষ্ট বলেই বোধ হয় মেতেলিৎসা তাকে মনে করল স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার। যাই হোক, তারপর থেকে সব সময়েই তার প্রধান কৌতূহল ছিল, কী কারণে নিজেই সে জানে না, চতুর্থ খেলোয়াড়ের উপর। সে লোকটার মুখটা ফোলা

www.BanglaBook.org

ফোলা, ফ্যাকাশে, চোখের পাতাগুলো নড়ে না। মাথায় একটা কালো কসাক টুপি আর পরনে কাঁধ-পটি ছাড়া বুর্কা। একেক দফা খেলার পর সেটাকে সে আরো আঁট করে গায়ের সঙ্গে জড়াচ্ছিল।

মেতেলিৎসা যা শুনবে বলে আশা করেছিল সে ধরনের কিছুই তারা বলছিল না। কথাবার্তা সবই সাধারণ আর একঘেয়ে, অধিকাংশই খেলা নিয়ে।

'আশি রাখলাম,' মেতেলিৎসার দিকে পিছন করে থাকা লোকটা বলল।

'আপনি মশাই ভারি সাবধানী, ভারি সাবধানী,' কালো কসাক টুপি-পরা লোকটি বলল। 'না দেখে একশ,' সে বলল তাচ্ছিল্যভরে।

হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন লোকটি তার চোখগুলো কুঁচকাল, তাসগুলো পরীক্ষা করল, তারপর পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে খেলার দানটাকে বাড়িয়ে দিল একশ' পাঁচে।

'আমি পাস,' প্রথম জন বলল পাদ্রীর দিকে ফিরে। বাড়তি তাস বিলি করতে যাচ্ছিল সে।

'জানতাম পাস দেবেন,' বিদ্রূপের স্বরে বলল কালো টুপি।

'ভালো তাস না পেলে সেটা কি আমার দোষ?' পাদ্রীর কাছে সহানুভূতির আশায় কৈফিয়ৎ দিল প্রথম জন।

'ছোট ছোট বাজিতে খেললেই কাজ হয়,' মুখ কুঁচকে মুচকি হেসে বলল পাদ্রী। খেলোয়াড় হিসেবে লোকটা যে কত তুচ্ছ সেইটেই ফুটে উঠল তার হাসিতে। 'ওদিকে দু'শ দু' পয়েন্ট ইতিমধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছেন... জানি

www.BanglaBook.org

আপনাকে!..' কপট দরদে সেয়ানার মতো সে আঙুল তুলে শাসালে।

'হারামজাদা!' মেতেলিৎসা ভাবল।

'আরে, আপনিও পাস?' অলস অফিসারকে পাদ্রী প্রশ্ন করল। 'তাহলে, আসুন, বাড়তি তাস নিন,' কালো টুপিকে সে বলল। তাসগুলো না দেখিয়ে ঠেলে দিলে।

এক মিনিট ধরে তারা টেবিলের উপর জোরে জোরে তাস আছড়াতে লাগল যতক্ষণ না হারল কালো টুপি।

'বেশ হয়েছে হারামজাদা নবাবটার!' ঘৃণা-ভরে ভাবল মেতেলিৎসা। সে বুঝতে পারছিল না চলে যাবে নাকি আর একটু থাকবে। কিন্তু যাওয়া তার হল না। যে লোকটা হেরেছিল সে ফিরল জানালার দিকে। মেতেলিৎসা অনুভব করল যেন তার তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর অপলক দৃষ্টিটা সোজা তাকে বিঁধছে।

ইতিমধ্যে যে লোকটা জানালার দিকে পিছন ফিরে ছিল সে তাস ভাঁজতে শুরু করল এমনভাবে যেন মাঝবয়সীর কোনো মহিলা জপ করছেন।

'নেচিতাইলো এখনো ফেরে নি,' হাই তুলে অলস অফিসারটি বলল। 'বোঝা যাচ্ছে বিফল হয় নি। তার সঙ্গে গেলেই হত...'

'আপনারা দু'জন?' জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলল কালো টুপি। 'মেয়েটা পারে বটে!' বাঁকা হেসে সে বলল।

'ভাসিওন্‌কা তো?' পাদ্রী প্রশ্ন করল। 'ওরে বাবা, তা সে পারে। আমাদের এখানে এক গাঁট্টাগোঁট্টা কের্তনীয়া ছিল... ও হ্যাঁ, সে গল্প তো আগেই বলেছি... সেগেই ইভানভিচ কখনোই রাজী হত না। কখনো না... জানেন,

www.BanglaBook.org

গতকাল আমাকে সে চুপিচুপি কী বলেছিল? বলে, — মেয়েটাকে আমি নিয়ে যাব। বলে, — বিয়ে করতেও ভয় পাই না। — ওঃ! ওই যাঃ!' মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে পাদ্রী উঠল চেঁচিয়ে। তার ক্ষুদে ক্ষুদে ধূর্ত চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগল। 'ভীমরতি হয়েছে! ভেবেছিলাম বলব না, বলে বসলাম। আমাকে কিন্তু ফাঁসিয়ে দেবেন না যেন!' কৃত্রিম আতঙ্কে সে মুখের সামনে হাত নাড়াতে লাগল। মেতেলিৎসার মতোই যদিও প্রত্যেকেই তার প্রতিটি কথা ও ভঙ্গির মধ্যে ভণ্ডামি আর চাপা মোসায়েবি টের পাচ্ছিল, তবুও কেউ সে বিষয়ে মন্তব্য না করে হেসে উঠল।

মেতেলিৎসা জানালা থেকে গুড়ি মেরে পাশের দিকে ধীরে ধীরে সরে গেল। যেখানে পথগুলো পরস্পরকে কাটাকাটি করেছে সেখানে সে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা লোকের একেবারে সামনে পড়ে গেল। লোকটার কাঁধের উপর কসাক গ্রেটকোট। তার পিছনে আরো দুটো লোক।

'কী করছিস এখানে?' বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করল। নিজের অজান্তেই সে মুঠো করে ধরল গ্রেটকোটটা। মেতেলিৎসার সঙ্গে ধাক্কা লাগায় সেটা আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল।

মেতেলিৎসা এক পাশে লাফিয়ে গিয়ে ছুটল ঝোপগুলোর মধ্যে।

'থাম! ধর ধর! পাকড়াও! এখানে! এই!..' নানা গলায় চীৎকার উঠল। সেই সঙ্গে গুলির জোরালো শব্দ গেল শোনা।

মেতেলিৎসার টুপিটা পড়ে গিয়েছিল, পথ হারিয়ে

www.BanglaBook.org

বসেছিল ঝোপগুলোর মধ্যে। এলোমেলো সে দৌড়তে লাগল। কিন্তু সামনে থেকে নানা লোকের চীৎকার উঠল। পথ থেকে কুকুরগুলোর উন্মত্ত ডাক সে পেল শুনতে।

'এই যে এখানে, ধর ধর!' কে একজন হাত বাড়িয়ে মেতেলিৎসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল। একটা গুলি তার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে গেল চলে। মেতেলিৎসা পালটা গুলি চালাল। যে লোকটা ধেয়ে এসেছিল সে পড়ল হুমড়ি খেয়ে।

'ধরতে আর হচ্ছে না...' বিজয়গর্বে বললে মেতেলিৎসা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বিশ্বাস করতে পারে নি যে ধরা পড়তে পারে।

কিন্তু পিছন থেকে বিরাট আর ভারী একটা লোক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটির উপর ঠেসে ধরল। মেতেলিৎসা চেষ্টা করল তার হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু মাথায় দারুণ একটা আঘাতে সে হয়ে গেল অচেতন...

অনবরত তাকে ওরা পিটতে লাগল, এমনকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার সময়ও সে টের পেল তার উপর ক্রমাগত ঘুষি পড়ছে...

যে উপত্যকায় সৈন্যদল ঘুমিয়েছিল সেটা ছিল অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু খাউনিখেজার পেছনে কমলা রঙের ফাঁক থেকে সূর্য উঠল, এবং তায়গায় নামল শরৎকালের পচা লতাপাতার গন্ধভরা দিন।

শিবিরের প্রহরী ঘোড়াগুলোর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পেল অবিরাম একটানা শব্দ দূরের মেশিনগানের শব্দের মতো। রাইফেলটা তুলে নিয়ে

www.BanglaBook.org

সে সভয়ে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু শব্দটা একটা কাঠঠোকরার, নদীর পাশের পুরনো একটা এলডার গাছকে সে ঠোকরাচ্ছিল। প্রহরী গালাগালি দিয়ে উঠল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে তার জীর্ণ গ্রেটকোটটা গায়ে জড়িয়ে চলে গেল ফাঁকা জায়গাটায়। আর কেউ জাগল না — সবাই তখনো ঘুমিয়ে আছে এক গভীর, স্বপ্নশূন্য, আশাহীন ঘুমে, যেভাবে ঘুমোয় ক্ষুধার্ত ও ক্লান্তেরা, নতুন দিনের কাছে যাদের আশা করার কিছুই নেই।

'প্লেটুন কম্যাণ্ডার দেখছি এখনো ফেরে নি... নিশ্চয়ই গণ্ডে পিণ্ডে খেয়ে কোনো কুঁড়েতে নাক ডাকাচ্ছে, এদিকে আমরা না খেয়ে বসে আছি!' শিবিরের প্রহরী ভাবল। সাধারণত মেতেলিৎসাকে সে অন্যদের মতোই তারিফ করত, কিন্তু এখন তার মনে হল যে মেতেলিৎসা খুবই বদমায়েস গোছের লোক, তাকে প্লেটুন কম্যাণ্ডার করা ভুল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তায়গায় কষ্টভোগ করার কথা ভেবে মনটা তার বিষিয়ে উঠল যখন অন্যরা, মেতেলিৎসার মতো লোকেরা পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিনা কারণে লেভিন্সনকে বিরক্ত করতে তার সাহস হল না। তাই সে তার বদলে জাগাল বাক্লানভকে।

'কী?.. এখনো ফেরে নি?..' ঘুম জড়ানো চোখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে বসে বাক্লানভ প্রশ্ন করল। 'বলছিস ফেরে নি?' অকস্মাৎ সে উঠল চেঁচিয়ে। তখনো সে সম্পূর্ণ জেগে না উঠলেও বিপদটা টের পেল। 'না ভায়া, কি বলছিস হতেই পারে না, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! ভালো কথা, লেভিন্সনকে জাগা!' তাড়াতাড়ি কোমরবন্ধটা আঁটতে আঁটতে সে লাফিয়ে উঠল, কোঁচকাল তার ঘুমে ভারি

www.BanglaBook.org

ভ্রূজোড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল কঠিন ও আত্মসংযমী।

গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকলেও নিজের নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলে উঠে বসল লেভিন্সন। প্রহরী আর বাক্লানভের দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝল যে মেতেলিৎসা ফেরে নি এবং যাত্রা করার সময় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য সে এত ক্লান্ত আর নিরুৎসাহ বোধ করল যে তার ইচ্ছে হল গ্রেটকোটের মধ্যে আবার মাথা গুঁজে ঘুমোয়, ভুলে যায় মেতেলিৎসা আর নিজের সমস্ত দুর্ভাবনা। কিন্তু পরের মুহূর্তে সে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের গ্রেটকোটটা পাকাতে পাকাতে বাক্লানভের উদ্বিগ্ন প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে লাগল নীরস আর উদাস স্বরে:

'তাতে কী হল? আগেই তাই ভেবেছিলাম... নিশ্চয়ই তার সঙ্গে পথে আমাদের দেখা হবে।'

'আর যদি দেখা না হয়?'

'যদি দেখা না হয়?.. ভালো কথা, আমার গাঁটরির জন্যে তোর কাছে একটা বাড়তি দড়ি হবে?'

'উঠে পড়, উঠে পড় শালারা, গাঁয়ে যাব, গাঁ!' পা দিয়ে ঘুমন্ত লোকদের খোঁচা মারতে মারতে প্রহরী চীৎকার করতে লাগল। ঘাসের উপর পার্টিজানদের এলোমেলো চুলে ভরা মাথাগুলো উঁচু হয়ে উঠতে লাগল এবং প্রহরীর উদ্দেশে বর্ষিত হতে লাগল প্রথম উদাসীন মুখখিস্তি। ভালো সময়ে দুবোভ সেগুলোকে বলত 'প্রভাতী'।

'মেজাজ সবার তিরিক্ষি,' বাক্লানভ চিন্তিতভাবে বলল। 'খিদেয় মরছে...'

'আর তুমি?' লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

www.BanglaBook.org

'আমি?.. আমাকে বাদ দাও,' বাক্লানভ ভ্রূ কুঞ্চিত করল। 'তুমিও যা আমিও তাই — জানো না?..'

'তা জানি,' লেভিন্সন এমন কোমল শান্তভাবে বলল যে বাক্লানভ এই প্রথম অমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ,' অপ্রত্যাশিত অনুকম্পার সঙ্গে সে বলল। 'থাকবার মধ্যে শুধু রয়েছে তোমার দাড়িটা। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম...'

'চলো বরং মুখ ধুতে যাই? চলে এসো,' অপরাধীর মতো ঠোঁট চেপে হেসে লেভিন্সন তাকে থামিয়ে দিল।

গেল তারা নদীতে। বাক্লানভ তার শার্ট খুলে গায়ে জল ছিটতে শুরু করল। স্পষ্টই বোঝা গেল ঠান্ডা জলকে সে ভয় করে না। শরীরটা তার শক্ত, পুরুষ্টু, রোদ-পোড়া, যেন ঢালাই করা। কিন্তু মাথাটা ছেলেমানুষের মতো কেমন গোলগাল, মায়া-ভরা। সে-মাথা সে ধুচ্ছিল কেমন ছেলেমানুষের মতো আনাড়ী অঙ্গভঙ্গি করে। এক হাতে জল ঢালছিল আঁজলা ভরে আর অন্য হাতে মাথা ঘষছিল।

'কী নিয়ে যেন কাল রাতে অনেক কথা বলেছিলাম, কী দেব বলেছিলাম, এখন কেমন যেন সব অবান্তর মনে হচ্ছে,' লেভিন্সন খাপছাড়াভাবে ভাবল। আগের রাতে মেচিকের সঙ্গে তার আলোচনা আর সেই প্রসঙ্গে তার ভাবনাগুলোর কথা ঝাপসাভাবে মনে পড়ছিল তার। সে যা বাস্তবিক অনুভব করেছিল সেদিক দিয়ে দেখলে তার কথাগুলো যে এখন মিথ্যে বলে মনে হয় তা নয়। সে জানত তার সেই ভাবনাগুলো সঠিক, বুদ্ধিমানের মতো, অর্থপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো মনে পড়ায় তার মনটা ভরে উঠল এক

www.BanglaBook.org

অদ্ভুত অতৃপ্তিতে। 'ও হ্যাঁ, আমি তাকে আর একটা ঘোড়া দেব বলে কথা দিয়েছিলাম... তাতে কি কিছু ভুল হয়েছিল? না, আজ হলেও আমি ঠিক তাই করতাম — তার মানে সবকিছুই ঠিক আছে... তাহলে ব্যাপারটা কী?.. ব্যাপারটা হল...'

'তুমি গা ধুচ্ছ না কেন?' বাক্লানভ প্রশ্ন করল। সে জল ছিটানো শেষ করে এখন একটা নোংরা তোয়ালে দিয়ে নিজের গা ঘষে ঘষে লাল করে তুলছিল চামড়াটা। 'জল ঠাণ্ডা। চমৎকার!'

'...ব্যাপারটা হল আমি অসুস্থ আর দিনে দিনে নিজেকে সামলানো আমার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে,' জলের দিকে এগিয়ে গিয়ে লেভিন্সন ভাবল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গা ধুয়ে, কোমরবন্ধ এঁটে আর উরুর উপর মাউজারের পরিচিত ভারটা অনুভব করে সে বুঝতে পারল যে রাতে ঘুমিয়ে তাজা হয়ে উঠেছে সে।

'মেতেলিৎসার কী হল?' এবার এই চিন্তাটা তাকে আচ্ছন্ন করল সম্পূর্ণভাবে।

মেতেলিৎসা ছোটাছুটি করছে না এ ছবি লেভিন্সন কল্পনা করতে পারল না, মৃত মেতেলিৎসা তো দূরের কথা। তার প্রতি অস্পষ্টভাবে সর্বদাই সে একটা আকর্ষণ অনুভব করত। একাধিকবার সে লক্ষ করেছিল যে শুধু তার পাশে ঘোড়ায় চড়ে যেতে, তার সঙ্গে কথা কইতে কিংবা শুধু তার দিকে তাকাতেই তার ভালো লাগে। বিশেষ কোনো সামাজিক গুণের জন্য মেতেলিৎসাকে তার ভালো লাগত তা নয়। তেমন গুণ তার খুব বেশি ছিল না, স্বয়ং লেভিন্সনেরই সেটা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু

www.BanglaBook.org

মেতেলিৎসাকে তার ভালো লাগত তার অসাধারণ শারীরিক বলবত্তা, তার একেবারে জান্তব জীবনী শক্তির জন্য। এই জীবনী শক্তিটা তার মধ্যে বইত অফুরান স্রোতের মতো, লেভিন্সনের ভিতর যেটা বিশেষ ছিল না। যখনই সে তার ক্ষিপ্র, কর্ম-প্রস্তুত চেহারাটা দেখত, কিংবা জানা থাকত যে মেতেলিৎসা কাছাকাছিই কোথাও আছে তখন সে অজান্তেই নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা ভুলে যেত, মনে হত যেন ঠিক মেতেলিৎসার মতোই সে শক্ত আর অক্লান্ত হয়ে উঠতে পারবে। মনের গোপনে তার এমনকি এই গর্বই ছিল যে ও-রকম একজন মানুষ তার অধীনে।

মেতেলিৎসা যে শত্রুদের হাতে পড়তে পারে এ কথাটা অন্যদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হল, যদিও লেভিন্সনের সে সন্দেহ ক্রমশই উঠছিল দৃঢ় হয়ে। প্রত্যেকটি ক্লান্ত পার্টিজান আতঙ্কিত হয়ে একগুঁয়ের মতো নিজের মন থেকে তাড়াচ্ছিল এই চিন্তাটাকে। যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে তার মানে দুর্ভাগ্য এবং ভোগান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এটা একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিকে প্রহরী ভেবেছিল যে প্লেটুন কম্যান্ডার, 'নিশ্চয়ই গন্ডে পিন্ডে খেয়ে কোনো কুঁড়েতে নাক ডাকাচ্ছে', প্রহরীর এই অনুমানটা ক্ষিপ্র ও কর্তব্যপরায়ণ মেতেলিৎসার পক্ষে যতই অসম্ভব হোক, ক্রমশই সে কথাটা বেশি বেশি লোকে বিশ্বাস করতে শুরু করল। অনেকে খোলাখুলিভাবেই তার 'পেজোমি আর চৈতন্যহীনতা' সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে বারবার লেভিন্সনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগল, আর দেরি না করে চটপট এগুনো যাক, মেতেলিৎসাকে পথেই পাওয়া যাবে। আর লেভিন্সন যখন প্রাত্যহিক

www.BanglaBook.org

কাজগুলো অত্যন্ত মন দিয়ে সেরে (অন্যান্য কাজের মধ্যে মেচিককে সে একটা নতুন ঘোড়াও দিয়েছিল), অবশেষে যাত্রার আদেশ দিল, সৈন্যদলের মধ্যে তখন এমন উল্লাস জাগল যেন এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়ে গেছে।

ঘোড়া চালাল তারা এক ঘণ্টা, তারপর আরো এক ঘণ্টা, তবু উদ্ধত ভঙ্গিতে কপালের উপর কালো চুল-লোটানো প্লেটুন কম্যাণ্ডারকে পথে দেখা গেল না। আরো দু'ঘণ্টা ধরে তারা চলল, তবুও মেতেলিৎসার দেখা নেই। আর তখন শুধু লেভিন্সন নয়, এমনকি যারা মেতেলিৎসাকে ঈর্ষা করতে আর গালাগালি দিতে সবচেয়ে ব্যগ্র তারাও সন্দেহ করতে শুরু করল যে তার দৌত্যকাজের ফলটা শেষ পর্যন্ত শুভ হয়েছে কিনা।

কঠোর ও অর্থময় এক নীরবতায় সৈন্যদল এগিয়ে চলল তায়গার কিনারের দিকে।

মেতেলিৎসার জ্ঞান হল একটা বড় অন্ধকার গোলাঘরে। সোঁদা মাটির উপর শুয়েছিল সে। মাটির এই কনকনে স্যাঁতসেঁতানিটা তার অনুভূত হল প্রথম, দেহের মধ্যে সেঁধুচ্ছিল তা। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল সব ঘটনার কথা। যে ঘাগুলো সে খেয়েছে তা তখনো দপদপ করছে তার মাথার মধ্যে, রক্তে লেপটে যাওয়া চুল শুকিয়ে উঠেছে, কপাল আর গালের উপরকার সেই জমাট রক্তটা সে টের পাচ্ছিল।

প্রথম মোটামুটি পরিষ্কার যে চিন্তাটা তার মাথায় এল সেটা হল, পালানো যায় না? মেতেলিৎসা কিছুতেই বিশ্বাস

www.BanglaBook.org

করতে পারছিল না যে তার জীবনে যা সব ঘটেছে, তার সমস্ত কাজেই যে দুঃসাহসিকতা এবং সৌভাগ্যে সে লোকেদের কাছে স্বনামধন্য হয়ে উঠেছে, সে সবের পর বাস্তবিকই সব মানুষের মতো তাকেও মাটির তলায় শুয়ে জীর্ণ হতে হবে। গোলার সর্বত্র সে হাতড়ে বেড়াল, প্রত্যেকটি ছোটো ফাটল পরখ করল, এমনকি চেষ্টা করল দরজাটাকেও ভেঙে খোলার কিন্তু বৃথা চেষ্টা!.. তার চারিদিকে ঠাণ্ডা মরা কাঠ। ফাটলগুলো এমন অসম্ভব ছোটো যে সেগুলোর ভিতর দৃষ্টি পর্যন্ত চলে না। শরৎকালের ঊষার অস্পষ্ট আলো তার ভিতর দিয়ে যেটুকু আসছিল সে অতি কষ্টে।

তাহলেও ক্রমাগত হাতড়াতে হাতড়াতে শেষ পর্যন্ত সে চরম, হতাশ নিশ্চয়তার সঙ্গে বুঝতে পারল যে এইবার পালাবার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার পর নিজের জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে তার আর কোনো কৌতূহল রইল না। সমস্ত মানসিক ও শারীরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হল একটি মাত্র ব্যাপারে। সেটা তার জীবন আর মৃত্যুর দিক থেকে একেবারে অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু নিজের কাছে তা এখন হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ: কী উপায়ে সে, মেতেলিৎসা, এ পর্যন্ত যার সাহস ও দুঃসাহসিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি, সেই মেতেলিৎসা তার আততায়ীদের দেখাবে যে তাদের সে ভয় করে না, কী উপায়ে দেখাবে যে তাদের সে শুধু ঘৃণাই করে।

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাবার আগেই বাইরে নানা শব্দ শুনতে পেল সে। খিল খোলার আওয়াজ হল এবং মৃদু ও কম্পিত ধূসর প্রভাতী আলোর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এল দুজন সশস্ত্র কসাক, তাদের পরনে হলদে

www.BanglaBook.org

স্ট্রাইপ লাগানো প্যান্ট। মেতেলিৎসা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাদের দিকে তাকাল।

তাকে দেখে দরজার কাছে তারা অনিশ্চিতের মতো ইতস্তত করতে লাগল। পিছনে যে ছিল সে অস্থিরভাবে শব্দ করতে লাগল নাক দিয়ে।

'চলো হে দেশোয়ালী,' সামনের লোকটি অবশেষে বলল। তার স্বরে ঘৃণা ছিল না, নিজেকে যেন সে প্রায় অপরাধী বলেই মনে করছিল।

একগুঁয়ের মতো ঘাড় গুঁজে বেরিয়ে এল মেতেলিৎসা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গিয়ে দাঁড়াল একটি লোকের সামনে যাকে আগের রাতে সে দেখেছিল পাদ্রীর বাগান থেকে ঘরের মধ্যে — পরনে কালো কসাক টুপি আর ফেল্টের বুর্কা। হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন ভালোমানুষ চেহারার অফিসারটিও ছিল, মেতেলিৎসা যাকে ভেবেছিল স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার। একটা হাতলওলা চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছিল সে আর মেতেলিৎসার দিকে তাকিয়েছিল হতবুদ্ধি হয়ে। তার দৃষ্টির মধ্যে এতোটুকুও কাঠিন্য ছিল না। তাদের প্রত্যেককে অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর এখন মেতেলিৎসা কোনো অলক্ষ্য ইঙ্গিতে বুঝতে পারল যে কম্যান্ডার সেই ভালোমানুষ চেহারার অফিসারটি নয়, কসাক বুর্কা-পরা লোকটি।

'তোমরা যেতে পারো,' দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কসাকদের দিকে চেয়ে শেষোক্ত লোকটি তীক্ষ্ন স্বরে বলল।

আনাড়ীর মতো কনুই দিয়ে এ ওকে ঠেলে খটখট করে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'বাগানে কাল তুই কী করছিলি?' মেতেলিৎসার দিকে

www.BanglaBook.org

এগিয়ে এসে এবং তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দ্রুত প্রশ্ন করল।

মেতেলিৎসা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, উত্তর দিল না। চোখদুটোও নীচু হল না। কালো মসৃণ ভ্রূজোড়া সামান্য নড়ল। সমস্ত ভঙ্গি থেকে এই সঙ্কল্পের কথাটা বোঝা গেল যে তারা তাকে যে প্রশ্নই করুক না কেন এবং তার কাছ থেকে যে ভাবেই জোর করে উত্তর আদায় করার চেষ্টা করুক না কেন, সে এমন কিছুই বলবে না যাতে প্রশ্নকারীরা তৃপ্তি পায়।

'বাঁদরামি রাখ!' কম্যাণ্ডার বলল। একটুও সে চটে উঠল না বা গলাটা চড়াল না। কিন্তু তার স্বর থেকে এ কথাটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে সেই মুহূর্তে মেতেলিৎসার মনের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা সে বুঝতে পেরেছে।

'খামোকা কথা বলে কী লাভ?' হেসে মুরুব্বিয়ানার সুরে বলল প্লেটুন কম্যাণ্ডার।

বসন্তের দাগ-ভরা, শুকনো রক্ত-মাখা, কঠিন মুখটাকে স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার পর্যবেক্ষণ করতে লাগল কয়েক সেকেণ্ড ধরে।

'বসন্ত কবে হয়েছিল, বহুকাল আগে?' খাপছাড়াভাবে সে প্রশ্ন করল।

'এ্যাঁ?' থতমত খেল প্লেটুন কম্যাণ্ডার। থতমত খেল, কারণ অফিসারের প্রশ্নের মধ্যে কোনো বিদ্রূপ বা খোঁচা ছিল না। স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা নিতান্তই তার বসন্তের দাগভরা মুখটায় কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটা মেতেলিৎসা যখন বুঝতে পারল তখন সে বিদ্রূপভরে প্রশ্নটা করা হলে যতটা চটে উঠত তার চেয়েও চটে উঠল

www.BanglaBook.org

বেশি। অফিসারের প্রশ্নে যেন তার সঙ্গে একটা মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা পরখ করে দেখা হচ্ছে।

'কোথাকার লোক তুই — এখানকার, নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছিস?'

'ও সব কথা ছাড়ো গো হুজুর!..' দারুণ রাগে মেতেলিৎসা গর্জন করে উঠল। হাত মুঠো করে আরক্ত হয়ে সে বহু কষ্টে অফিসারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তীব্র ইচ্ছাকে দমন করল। সে আরো কিছু জুড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু একটিমাত্র চিন্তায় সে এখন আচ্ছন্ন হয়ে গেল: সত্যিই তো, কেনই বা অমন বীভৎস লালচে খোঁচাখোঁচা দাড়িতে ভরা, পিত্তি জ্বলানো, শান্ত ফোলা ফোলা মুখওয়ালা এই কালো লোকটাকে জাপটে ধরে গলা টিপে মেরে ফেলবে না? এই কল্পনাটা তাকে এমন পেয়ে বসল যে হঠাৎ সে থেমে এক পা গেল এগিয়ে; তার হাতদুটো কেঁপে উঠল আর তার বসন্তের দাগওলা মুখটা উঠল ঘেমে।

'ওহো!' এই প্রথম অবাক হয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। কিন্তু পিছিয়ে গেল না কিংবা এক মুহূর্তের জন্যও তার দৃষ্টিটা মেতেলিৎসার মুখের উপর থেকে সরল না।

মনস্থির করতে না পেরে মেতেলিৎসা থামল, তার চোখদুটো লাগল জ্বলতে। লোকটা তখন খাপ থেকে রিভলবারটা বার করে নাড়াতে লাগল মেতেলিৎসার নাকের সামনে। প্লেটুন কম্যাণ্ডার নিজেকে সামলে নিয়ে জানালার দিকে ফিরে উদ্ধতভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর থেকে রিভলবারটা দিয়ে তাকে হাজার ভয় দেখানো,

www.BanglaBook.org

সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক শাস্তি দেওয়া হবে বলে সাবধান করা, সে যা জানে সে কথা বলার জন্য তাকে হাজার সাধ্যসাধনা করা এবং তাকে ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সে একটা কথাও বলল না, এমনকি তার প্রশ্নকারীদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

প্রশ্নজিজ্ঞাসার মাঝখানে দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল, আর বড় বড়, ভীত, বোকা বোকা চোখওলা একটা লম্বাচুলো মাথা উঁকি দিল ঘরের মধ্যে।

'আঃ!' স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার বলল। 'জমায়েত হয়ে গেছে সবাই? ভালো, ওদের বল, এসে বাহাদুরটাকে নিয়ে যাক।'

আগের সেই দুটি কসাকই মেতেলিৎসাকে উঠোনে নিয়ে গেল। তারপর খোলা ফটকটার দিকে ইঙ্গিত করে চলল তার পিছন পিছন। মেতেলিৎসা পিছন ফিরে তাকাল না, কিন্তু অনুভব করল যে সেই দুটি অফিসারও তার পিছন পিছন আসছে। গির্জের চকে এসে পৌঁছল তারা। সেখানে, গির্জের ওয়ার্ডেনের কুটিরের কাছে গ্রামের বাসিন্দারা একসঙ্গে ভীড় করে রয়েছে, তাদের চারিপাশে ঘোরসওয়ার কসাকদের বেষ্টনী।

মেতেলিৎসার সর্বদাই মনে হয়েছে সে লোকজন ভালো-বাসে না, তাদের নির্বোধ এবং তুচ্ছ জীবনধারার জন্য সে ঘৃণা করে তাদের এবং তাদের সম্পর্কিত সবকিছুকে। তার নিজের বিশ্বাস ছিল যে লোকে তার সম্বন্ধে যা বলে বা ভাবে সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। তার কখনো বন্ধু ছিল না, আর বন্ধু সে খোঁজেও নি। তা সত্ত্বেও জীবনে সে যা কিছু মহৎ আর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে,

www.BanglaBook.org

নিজের অজান্তেই, সেটা সে করেছে লোকদের মুখ চেয়ে তাদেরই জন্য, যাতে তারা তার দিকে তাকায় গর্ব এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে, আর গুণগান করে তার। এবং এখন, মুখ তুলে সে শুধু তার চোখ দিয়ে নয়, যেন তার সমস্ত হৃদয় দিয়েই তাকিয়ে দেখল গ্রামবাসীদের এক রঙবেরঙের পোশাক-পরা, চুপচাপ জনতাকে: জুটেছে পুরুষেরা, ছেলেপিলেরা, বাড়ির তৈরি মোটা কাপড়ের স্কার্ট-পরা আতঙ্কিত বয়স্কা নারী, মাথায় সাদা কিংবা রঙীন রুমাল বাঁধা কুমারী মেয়ে; চঞ্চল সব ঘোড়সওয়ার, টুপির তলা দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল বেরিয়ে রয়েছে তাদের, রঙচঙে, টানটান, ফিটফাট, ঠিক যেন শস্তা ছাপা ছবির মতো; তাদের দীর্ঘ ছায়াগুলো ঘাসের উপর নাচছে; এবং এমনকি মাথার উপরকার প্রাচীন গির্জের গম্বুজগুলোও তরল রোদে নেয়ে উঠে ঠাণ্ডা আকাশের পটে নিশ্চল হয়ে আছে।

'বাঃ!' সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। হঠাৎ মন যেন তার পাখা মেলল, খুসি হয়ে উঠল এই সবকিছুতেই — এই উজ্জ্বল, জীবন্ত, দরিদ্র জনতায়, যা নড়ছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ঝকমক করছে চারিপাশে, দোলা দিচ্ছে তার মনকে। সে আরো সহজ ও স্বাধীনভাবে বড় বড় পা ফেলে গা দুলিয়ে সামনে এগিয়ে চলল ক্ষিপ্র এক জন্তুর মতো, মাটিতে যেন পা তার ঠেকছেই না। চকের সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইল রুদ্ধনিশ্বাসে, তারাও যেন টের পাচ্ছিল তার পদক্ষেপের মতোই লঘু পাশবিক কী শক্তি রয়েছে তার স্থিতিস্থাপক লোলুপ দেহটার মধ্যে।

জনতার ভিতর দিয়ে সে যাচ্ছিল তাদের উপর দিকে

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে, কিন্তু অনুভব করছিল তাদের মৌন, তীব্র মনোযোগ। থামল সে ওয়ার্ডেনের কুটিরের অলিন্দে। অফিসাররা তাকে পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

'এইখানে,' তার পাশের একটা জায়গা দেখিয়ে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার বলল। এক লাফে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে মেতেলিৎসা গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

এবার জনতার সবাই তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল — টানটান সুগঠিত মূর্তি, চুল কালো, পায়ে নরম হরিণ-চামড়ার বুট আর পরনে বোতাম খোলা একটা শার্ট, মোটা সবুজ গুছিগুলা একটা কোমরবন্ধ দিয়ে সেটা আঁট করে বাঁধা। তার তীক্ষ্ন ঈগলের মতো চোখে চকচক করছিল এক সুদূরপ্রসারী দ্যুতি, তাকিয়ে আছে সকালের কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অত্যুন্নত পাহাড়গুলোর দিকে।

'এ লোকটাকে কে চেনে?' কম্যান্ডার প্রশ্ন করল। তার তীক্ষ্ন দৃষ্টিটা সে বুলিয়ে নিল জনতার উপর। মনে হল সেই দৃষ্টি যেন এক এক মুহূর্ত ধরে স্থির হয়ে রইল প্রত্যেকের মুখের উপর।

যার উপর তার দৃষ্টি পড়ল সেই কুঁকড়ে উঠে, চোখ মিটমিট করে নীচু করল তার মাথাটা। মেয়েদের শুধু চোখ সরাবার ক্ষমতা ছিল না, তারা তার দিকে তাকিয়ে রইল বোকার মতো, ভীরু ও ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে।

'কেউ চেনে না?' কম্যান্ডার প্রশ্ন করল; 'কেউ' কথাটার উপর সে জোর দিল শ্লেষের সঙ্গে, প্রত্যেকেই যে মেতেলিৎসাকে চেনে অথবা চেনা উচিত সে বিষয়ে সে যেন নিঃসন্দেহ। 'এখুনি বোঝা যাবে। নেচিতাইলো!' সে চিৎকার করে ইসারা করল এক লম্বা চেহারার অফিসারকে।

www.BanglaBook.org

তার পরনে একটা দীর্ঘ কসাক গ্রেটকোট, চেপে আছে একটা চঞ্চল বাদামী রঙের ঘোড়ার উপর।

অকস্মাৎ একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল জনতার মধ্যে। যারা সামনে ছিল তারা তাকাতে লাগল পেছন দিকে। কালো ওয়েস্টকোট-পরা একটা লোক জোর করে ভীড় সরিয়ে এগিয়ে এল, তার মাথাটা নোয়ানো বলে শুধু তার পুরু ফারের টুপিটা গেল দেখা।

'পথ দাও, পথ দাও!' বলতে বলতে সে এক হাতে ভীড় ঠেলে অন্য হাত দিয়ে কাকে যেন টেনে আনছিল।

অবশেষে সে অলিন্দে পেঁছল। প্রত্যেকেই দেখতে পেল সে টেনে আনছে একজন রোগা, কালো চুলওলা ছেলেকে। তার পরনে লম্বা একটা জ্যাকেট। সে আতঙ্কিত হয়ে বাধা দিচ্ছে, আর তাকাচ্ছে একবার মেতেলিৎসা, একবার স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের দিকে। গোলমালটা বেড়ে উঠল। দীর্ঘশ্বাস আর মেয়েদের চাপা ফিসফিসানি গেল শোনা। মেতেলিৎসা নীচের দিকে তাকাল আর অকস্মাৎ এই কালো চুলওলা, আতঙ্কিত চোখ, রোগা, হাস্যকর ছেলেমানুষী ঘাড়ওলা রাখাল ছেলেটিকে সে চিনতে পারল। এর জিম্মায় গত রাত্রে সে তার ঘোড়াটা রেখে এসেছিল।

যে চাষা তার হাত ধরে ছিল, সে নিজের টুপি খুলে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল হালকা রঙের চুল, চ্যাপ্টা ধরনের মাথা, তার উপর শাদা শাদা ছোপ, দেখাচ্ছিল যেন তার চুলের উপর অসমানভাবে নুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কম্যাণ্ডারের দিকে ঝুঁকে পড়ে অভিনন্দন জানিয়ে, বলতে শুরু করলে:

www.BanglaBook.org

'এই আমার রাখালটি...'

কিন্তু বোঝা গেল হয়তো তার বাখানি শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য থাকবে না এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ছেলেটির দিকে ঝুঁকে মেতেলিৎসার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে প্রশ্ন করল:

'এই লোকটা, না?'

কয়েক মুহূর্ত ধরে সেই রাখাল ছেলে আর মেতেলিৎসা পরস্পরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। মেতেলিৎসা তাকাল কৃত্রিম ঔদাসো, ছেলেটি তাকাল ভয়, সমবেদনা আর করুণার সঙ্গে। তারপর ছেলেটির চোখদুটো ঘুরল স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের দিকে এবং কসাক অফিসারের মুখের উপর যেন এঁটে রইল মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য। তারপর তার চোখ ফিরল যে চাষা তার হাত ধরে কথা শোনার আশায় তার দিকে ঝুঁকে ছিল, তার উপর। সে জোরে নিশ্বেস টেনে মাথা নাড়াল নেতিবাচক অর্থে... জনতা এত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যে গির্জের ওয়ার্ডেনের খামারে একটা বাছুরের নড়াচড়ার শব্দও গেল শোনা। একটু উশখুশ করে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই...

'ভয় কী, ভয় নেই রে বোকা,' কম্পিত গলায় চাষা তাকে খোশামোদ করে বলল মেতেলিৎসার দিকে আঙুল দেখিয়ে, যদিও নিজেই সে ভয় পেয়ে ছটফট করছিল। 'ও ছাড়া আর কে?.. স্বীকার কর, স্বীকার কর, ভয়... আঃ, কেউটে কোথাকার!..' হঠাৎ ক্ষেপে থেমে গেল সে, জোরে ঝাঁকুনি দিলে ছেলেটার হাতে। 'আজ্ঞে হাঁ হুজুর, ওই লোকটাই! ও ছাড়া আর কে হবে?' সে চেঁচিয়ে বলল যেন সাফাই গাইল নিজের জন্য। হাতের মধ্যে টুপিটাকে সে

www.BanglaBook.org

মোচড়াতে লাগল খোশামোদের ভঙ্গিতে। 'ছেলেটা শুধু ভয় পাচ্ছে। ঘোড়াটায় জিন চড়ানো, তার তলায় একটা রিভলবারের খাপ, তখন এ ছাড়া আর কে?.. কাল রাতে এসেছিল আগুনের কাছে। বলে, — ঘোড়াটা চরুক। — নিজে সে চলে আসে গ্রামে। ছেলেটা আর কত অপেক্ষা করবে, ভোর হয়ে আসছে তাই ঘোড়াটা নিয়ে আসে। ঘোড়াটায় জিন চড়ানো আর জিনের তলায় একটা খাপ — তাই আর কে হতে পারে?..'

'কে এসেছিল? কার খাপ?' লোকটার কথাগুলো বোঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কম্যান্ডার প্রশ্ন করল। চাষাটা আরও হতবুদ্ধি হয়ে টুপিটা নাড়াচাড়া করতে করতে আবার আগেকার মতোই অসংলগ্নভাবে বোঝাতে শুরু করল যে তার রাখাল সকাল বেলায় পরের একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছিল, সেটার উপর জিন চড়ানো, তলায় একটা খাপ।

'ওঃ, বুঝেছি!' স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার ধীরে ধীরে বলল। 'ও কিন্তু এ কথা স্বীকার করছে না,' মাথা নাড়িয়ে ছেলেটাকে দেখিয়ে সে বলল। 'বেশ, ওকে এখানে নিয়ে এসো। আমরা আমাদের কায়দায় জেরা করব...'

পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে ছেলেটি অলিন্দের কাছে এল, কিন্তু উঠতে সাহস করল না। অফিসার দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তার শীর্ণ কম্পিত কাঁধগুলো ধরে, নিজের দিকে টেনে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ছেলেটির চোখের দিকে তাকাল। ছেলেটির চোখদুটি ভয়ে গোল হয়ে গিয়েছিল।

'আ-আ-আ!..' অকস্মাৎ চোখ উলটে কঁকিয়ে উঠল ছেলেটি।

www.BanglaBook.org

'ওই মাগো, কী হবে,' আর চাপতে না পেরে মেয়েদের মধ্যে কে একজন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কার একটি দেহ সবেগে ঝাঁপিয়ে এল অলিন্দ থেকে। আতঙ্কে পিছিয়ে গেল জনতা। একটা সাঙ্ঘাতিক ঘুষি খেয়ে স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার পড়ল চিৎপাত হয়ে।

'গুলি করো ওকে!.. এ সব কী হচ্ছে!' অসহায়ভাবে হাত বাড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বোকার মতো চেঁচিয়ে উঠল সুদর্শন অফিসারটি। খেয়াল নেই যে সে নিজেও গুলি করতে পারে।

কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ছুটে ঢুকল জনতার মধ্যে, ঘোড়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিল লোকদের। মেতেলিৎসা তার শত্রুর উপর নিজের দেহের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে তার গলাটা চেপে ধরতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু অন্য জন তার তলায় কালো বুর্কাটা ডানার মতো ছড়িয়ে বাদুড়ের মতো কিলবিল করছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে তার রিভলবারটা টেনে বার করার জন্য নিজের কোমরবন্ধটা চেপে ধরেছিল সে। অবশেষে সে কোনোমতে খুলল তার খাপটা আর প্রায় ঠিক যে মুহূর্তে মেতেলিৎসা তার টুঁটি টিপে ধরল, তখনি সে তার দিকে চালাল কয়েকটা গুলি।

কসাকরা যখন দৌড়ে এসে মেতেলিৎসার পা ধরে টেনে নিয়ে গেল তখনো সে ঘাস মুঠো করে ধরে, দাঁতে দাঁত ঘষে মাথা তুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু অসহায়ভাবে সেটা পড়ে পড়ে যাচ্ছিল, ঘষটাতে থাকছিল মাটির ওপর।

'নেচিতাইলো!' সুদর্শন অফিসারটি চীৎকার করে উঠল। 'স্কোয়াড্রনকে বার করো!.. আপনিও কি আসবেন,

www.BanglaBook.org

স্যার?' সে সসম্ভ্রমে কম্যাণ্ডারকে প্রশ্ন করল, কিন্তু তার দিকে তাকাল না।

'হ্যাঁ।'

'কম্যাণ্ডারের ঘোড়াটা নিয়ে এসো!..'

আধ ঘণ্টা পরে কসাক স্কোয়াড্রন গ্রাম থেকে বেরিয়ে আগের রাতে মেতেলিৎসা যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথ ধরে ছুটল।

বাক্লানভ অন্যদের মতোই চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সে আর চেপে রাখতে পারল না।

লেভিন্সনকে সে বলল, 'শোনো, আমি ঘোড়ায় চেপে আগে যাই। শয়তানই জানে আমাদের কপালে কী আছে...'

সে ঘোড়াটাকে জুতোর কাঁটা দিয়ে খোঁচা মেরে ছোটাল আর অল্পক্ষণের মধ্যেই — সে যা আশা করেছিল তার অনেক আগেই — বনের কিনারে ভাঙা চালাটার কাছে পেঁছিল। ছাতের উপর ওঠার তার দরকার হল না: আধ ভার্স্টের বেশি দূরে নয় প্রায় পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার নামছিল একটা পাহাড় থেকে।

বাক্লানভ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। পাহাড়ের পিছন থেকে আরো সৈন্য আসছে কিনা আবিষ্কার করার জন্য সে হয়ে উঠল উদগ্রীব। কিন্তু আর কাউকে দেখা গেল না। স্কোয়াড্রনটা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল হাঁটবার মতো ধীরে ধীরে, যদিও তাদের সারির মধ্যে বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল না। লোকদের শিথিল ভঙ্গি আর ঘোড়াগুলোর মাথা

www.BanglaBook.org

নাড়া দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কিছুক্ষণ আগেও তারা দারুণ জোরে ছুটছিল।

বাক্লানভ পিছন ফিরতেই আর একটু হলে লেভিন্সনের সঙ্গে ধাক্কা খেত। সে তখন সবে বন থেকে বেরুচ্ছিল। তাকে সে থামবার ইঙ্গিত করল।

'দলে ওরা অনেক?' সব কথা শোনার পর লেভিন্সন প্রশ্ন করল।

'প্রায় পঞ্চাশ জন।'

'পদাতিক?'

'না, সবাই ঘোড়সওয়ার।'

'কুব্রাক, দুবোভ, ঘোড়া থেকে নামো!' শান্তভাবে লেভিন্সন আদেশ দিল। 'কুব্রাক — সৈন্যদলের ডান দিকটা সামলাও। দুবোভ — বাঁ দিকটা...'

মেতেলিৎসার প্লেটুনের ভার সে দিল বাক্লানভের উপর এবং তাকে সে আদেশ দিল যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে। তারপর সে ঘোড়া থেকে নেমে তার মাউজারটা দোলাতে দোলাতে তাড়াতাড়ি খুঁড়িয়ে চলল লাইনের পুরোভাগে। লোকদের সে আদেশ দিল ঝোপগুলোর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের জন্য সারবন্দী হতে। তারপর সে একজন পার্টিজানকে সঙ্গে নিয়ে গুড়ি মেরে যেতে লাগল চালাটার দিকে।

স্কোয়াড্রনটা বেশ কাছে এসে গেছে। টুপির হলদে ফিতে আর পাৎলুনের স্ট্রাইপ দেখে লেভিন্সন বুঝতে পারল তারা কসাক। কালো বুর্কা-পরা কম্যাণ্ডারকেও সে দেখতে পেল।

পার্টিজানটাকে সে ফিসফিস করে বলল, 'ওদের বলো

www.BanglaBook.org

গুঁড়ি মেরে চলে আসুক এখানে। কিন্তু মাথা যেন না তোলে তাহলে... দাঁড়িয়ে রইলি কিসের জন্যে? জলদি!..' ভ্রূ কুঁচকে লোকটাকে সে ঠেলা দিল।

স্কোয়াড্রনটি ইতিমধ্যে এত কাছে এসে পড়েছিল যে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ঘোড়সওয়ারদের চাপা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল; এমনকি এখন তাদের মুখগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। লেভিন্সন তাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ করল, বিশেষ করে এক হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন অফিসারের। অনেকটা আনাড়ীর মতো জিনের উপর বসে, পাইপ দাঁতে কামড়ে সবে সে এগিয়ে এসেছিল সামনে।

'প্লে-এ-টু-উ-উন!' হঠাৎ লেভিন্সন সরু টানা গলায় চীৎকার করে উঠল। 'ফায়ার!..'

তার স্বর শুনে সুদর্শন অফিসারটি বিস্মিত হয়ে মাথা তুলল, কিন্তু পর মুহূর্তেই তার টুপিটা গেল মাথা থেকে উড়ে এবং তার মুখে ফুটে উঠল এক অবর্ণনীয় আতঙ্ক ও অসহায় ভাব।

'ফায়ার!..' আবার লেভিন্সন চীৎকার করে উঠে নিজেই সেই সুদর্শন অফিসারকে টিপ করে গুলি চালাল।

স্কোয়াড্রন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। কসাকদের মধ্যে সেই সুদর্শন অফিসারটি সমেত অনেকেই পড়ে গেল মাটিতে। কয়েক মুহূর্ত ধরে হতবিহ্বল লোক আর পা তুলে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে জট পাকাতে লাগল, চ্যাঁচাতে লাগল কী যেন, কিন্তু গুলির শব্দে তা শোনা গেল না। তারপর কালো টুপি ও কালো ব্লুর্কা পরা এক ঘোড়সওয়ার গণ্ডগোলের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে স্কোয়াড্রনের সামনে ছুটে এল, কঠিন হাতে নিজের ঘোড়াকে সামলে তরোয়ালটা ঘোরাতে লাগল। মনে হল বাকিরা তাকে বিশেষ মানছে না। কয়েকজন ইতিমধ্যেই ঘোড়াগুলোয় চাবুক হাঁকিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। গোটা স্কোয়াড্রন ছুটল তাদের পেছন পেছন। পর মুহূর্তে পার্টিজানরা লাফিয়ে উঠল তাদের জায়গা থেকে। বেশি যারা দুঃসাহসী পিছু তাড়া করল তারা, দৌড়তে দৌড়তে চালাতে লাগল গুলি।

লেভিন্সন চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘোড়া নিয়ে এসো!.. বাক্লানভ, এদিকে এসো!.. ঘোড়ায় সবাই!..'

বাক্লানভ তরোয়াল-ধরা হাতটা নামিয়ে ছুটে গেল। তার তরোয়ালটা ঝকঝক করতে লাগল অস্ত্রের মতো। পিছনে হাতিয়ার উঁচিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ইস্পাতের ঝঙ্কার তুলে এল মেতেলিৎসার প্লেটুন।

যুদ্ধ শেষ হতে লোকজন আর ঘোড়া হারিয়ে কসাক স্কোয়াড্রনটা যখন এক বার্চ কুঞ্জবনে গা ঢাকা দিল, তখন পার্টিজানরা ওদের নিজেদের গুপ্তচরটিকে খুঁজে পেল। কসাকরা ওকে একটা গলিতে, বড়ো কুটিরের ওপাশে, বেড়ার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মেতেলিৎসা পড়ে ছিল কাত হয়ে, তার চুলের রাশি শরতের বিবর্ণ ঘাসপাতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

গ্রামে প্রথম ঘোড়া হাঁকিয়ে ঢুকল মেতেলিৎসার প্লেটুন। লোকে ঘোড়া থেকে নেমে তাদের কম্যান্ডারকে ঘিরে দাঁড়াল, এদিকে বাক্লানভ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে প্লেটুন কম্যান্ডারের কালোচুলওয়ালা মাথাটা সন্তর্পণে মাটি থেকে সামান্য তুলে ধরল।

www.BanglaBook.org

লেভিন্সন ঘোড়ায় চড়ে ততক্ষণে সামনে এগিয়ে এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'নিশ্বাস পড়ছে না,' মাটি থেকে না উঠেই মৃদুস্বরে জবাব দিল বাক্লানভ।

এমন সময় পার্টিজানদের ভিড়ের মধ্যে আবির্ভাব ঘটল সেই রাখাল ছেলেটির। ছেলেটা মেতেলিৎসার ঘোড়াটা সঙ্গে নিয়ে সারিগুলোর মাঝখান দিয়ে আসছিল। সকলে সরে গিয়ে ওর জন্য পথ করে দিল।

'এই যে ও, ঘোড়াটা তো ওরই,' ছেলেটা বলল। 'আমাকে বলল একটু দেখতে। কিন্তু নিজে আর ফিরল না। আপনাদেরই ঘোড়া, নিন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

BanglaBook.org